



## উপজেলা পরিক্রমা

### পাইকগাছা

॥ সংবাদদাতা ॥

জেলার দক্ষিণে সুন্দরবনের পাদদেশে শিবসা-কপোতাক্ষ বিধৌত বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্মভূমি ঐতিহ্যবাহী পাইকগাছা উপজেলা। এর উত্তরে ডুমুরিয়া ও তালা উপজেলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা ও দাকোপ উপজেলা, দক্ষিণে বিভক্ত কয়রা উপজেলা ও সুন্দরবন এবং পশ্চিমে আশাশুণী উপজেলা অবস্থিত। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৭০ সালে থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১০টি ইউনিয়ন ও ১শ' ৯২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত পাইকগাছা উপজেলায় ১ লাখ ৭৫ হাজার ৭শ' ১৫ জন লোকের বাস। উপজেলার আয়তন ১শ' ৫৩ বর্গ মাইল।

**শিক্ষা**  
অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। এ উপজেলায় ৩টি কলেজ, ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১০টি সিনিয়র ও দাখিল মাদ্রাসা, ২টি কমিউনিটি বিদ্যালয়, ২টি এতিমখানা রয়েছে। উপজেলার শিক্ষার হার ২৪.৩%।

**শিল্প**  
শিল্প ক্ষেত্রে এ উপজেলা অনেক অনুন্নত। এখানে ১৫টি খান ও গম ভাঙ্গা মিল, ১টি স' মিল, ১টি আইসক্রীম ফ্যাক্টরী, ২টি বিস্কুট ফ্যাক্টরী, ১টি প্রেস রয়েছে।

**যোগাযোগ**  
এ উপজেলায় ১শ' ৩১-মাইল সড়ক

রয়েছে। এর মধ্যে ৩৮ মাইল পাকা সড়ক। বাকী সড়ক কাঁচা। যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। পাইকগাছা থেকে তালা পর্যন্ত রাস্তাটি আস্ত কাপেটিং করা প্রয়োজন। নচেৎ চলাচলে অনুপযোগী হয়ে পড়বে। সড়ক পথে খুলনা সদরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এ রাস্তা।

**চিকিৎসা**  
চিকিৎসা ক্ষেত্রে উপজেলাটি সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। উপজেলাটিতে কোন হাসপাতাল নেই। ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় রয়েছে। ৪টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক আছে। জনসংখ্যার তুলনায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এ সব চিকিৎসালয়ে রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ থাকে না। রোগীদের বাইরে থেকে অগ্নিমূল্যে ওষুধ কিনতে হয়। ফলে, সুচিকিৎসা থেকে উপজেলাবাসী বঞ্চিত হয়ে আসছে।

**কৃষি**  
এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল ধান, পাট। অন্যান্য উৎপাদিত ফসল আখ, আলু, সরিষা ইত্যাদি। ভাল বীজ এবং সারের অভাবে কৃষকগণ রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারছে না। মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৯৬ হাজার ৪৬ একর। আবাদযোগ্য জমি ৭২ হাজার ৪৬ একর। অনাবাদী পতিত জমি ২৪ হাজার একর। এক ফসলী জমি ৬১ হাজার ৩শ' একর। দোফসলী জমি ৯ হাজার একর। তেফসলী জমি ৭শ' ৪১ একর। খাস জমির পরিমাণ ২শ' ৫ একর।